যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
বগুড়া।

৯৯তম নিয়মিত ব্যাচ।

প্রাথমিক চিকিৎসা সেশন-১২

কৃষিবিদ এ কে এম লতিফুল বারী
সিনিয়র প্রশিক্ষক (পশুপালন)

বাছুরের নাভী পাকা (Navel ill of Calf)

এই রোগ সাধারণত বাচ্চা জন্মের কয়েক দিনের মধ্যে বেশি দেখা যায়। অনেক সময় এই রোগের ফলে গিরা ফোলা (Joint ill) রোগের সৃষ্টি হয়।

রোগের কারণঃ

- জন্মের পর বাছুরের নাড়ী যদি সঠিকভাবে কিংবা অস্বাস্থ্যকরভাবে কাটা হয়।
- যদি গাভীকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে প্রসব করানো হয়।
- যদি সদ্যজাত বাছুরকে নোংড়া স্থানে রাখা হয়।

রোগ লক্ষণঃ

- ❖ বাছুরের জন্মের কয়েকদিন পরেই জ্বর (১০৫± - ১০৬± ফাঃ) হয়।
- ❖ প্রথম দিকে নাভী ফুলে যায়, সব সময় ভিজা থাকে এবং ব্যাথা হয়।
- ❖ নাভীতে চাপ দিলে শক্ত লাগে এবং গরম অনুভূত হয়।
- ❖ চাপ দিলে নাভী থেকে লালচে বর্ণের তরল পদার্থ বের হতে পারে।
- ❖ নাভী পেকে পুঁজ হয়, কোন কোন সময় মাছির ডিম থেকে নাভীতে পোকা হতে পারে।
- ❖ বাছুর যন্ত্রনায় ছটফট করে ও পা ছোড়া ছুড়ি করে।
- ❖ বাছুরের দুধ খাওয়া কমে যায় এবং দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ে।
- ❖ বাছুরের পায়ের গিরা ফুলে যেতে পারে এবং টিটেনাসও হতে পারে।

রোগ নির্ণয়ঃ

- ○ সাধারনত জন্মের পরেই জীবাণুর সংক্রমন হয় এবং ৩ - ৫ দিনের মধ্যে লক্ষণ প্রকাশ পায়, জন্মের পর পরই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রাখা, Colostrum না খাওয়ানো
- ○ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণসমূহ দেখে এবং নাভী পালপেশনে শক্ত গরম ও ব্যাথা অনুভূত হয় এবং পুঁজ বের হয়।

রোগ চিকিৎসাঃ

- ✓ নাভী পেকে গেলে প্রয়োজনবোধে একটু কেটে পুঁজ বের করে জীবাণুনাশক যুক্ত পানি দিয়ে পরিস্কার করে ফাঁকা জায়গার ভিতরে টিংচার আয়োডিনযুক্ত গজ ঢুকাতে হবে।
- ✓ দুদিন পর পর এভাবে পরিস্কার করে গজ ঢুকাতে হবে ও সালফার পাউডার দিতে হবে।
- ✓ যদি নাভীতে পোকা হয় তাহলে তারপিন তৈল প্রয়োগ করে পোকা মেরে ফেলে চিমটা দিয়ে পরিস্কার করতে হবে।
- ✓ যে কোন সালফার ড্রাগ / এন্টিবায়োটিক জাতীয় ঔষধ ইনজেকশন করতে হবে।
- ✓ যদি বাছুর খুব দূর্বল হয় তবে ভিটামিন মিনারেল জাতীয় ঔধষ ইনজেকশন দিতে হবে।

প্রতিকারঃ

- ❖ বাছুর জন্মের পর জীবাণুমুক্ত ব্লেড দ্বারা নাড়ী কেটে জীবাণুনাশক ঔষধ লাগাতে হবে।
- ❖ পরিস্কার পরিবেশে বাছুর প্রসব করাতে হবে এবং পরিস্কার পরিবেশে বাছুরকে রাখতে হবে।

বাছুরের সাদা উদরাময় (Calf scour/ Colibacillosis)

ইহা সাধারণত ২ - ৩ সপ্তাহে বা এক মাসের কম বয়সী বাছুরের খুবই মারাত্মক একটি রোগ।

কারণঃ

- Escherichia coli নামক ব্যাকটেরিয়া।
- এছাড়াও আরো কিছু জীবাণু এই রোগের জন্য দায়ী।

লক্ষণঃ

- দুর্গন্ধযুক্ত সাদা বর্ণের, বিশেষ করে চালধোয়া পানির মত পাতলা পায়খানা হয়।
- অনেক সময় মলে রক্ত দেখা যায় এবং মলদ্বারের চারদিকে পাতলা মল লেগে থাকে।
- প্রথম দিকে জ্বর হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নীচে নেমে যায়।
- পেটে ব্যথা হয় ফলে পিঠ বাঁকা করে রাখে।
- খাওয়া-দাওয়া কমে যায় এবং ক্রমশ বাছুর দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অবশেষে মারা যায়।

রোগ নির্ণয়ঃ

- পশুর বয়স (সাধারনত জন্মের ২ - ৩ দিন থেকে ৩ মাস), বাছুরকে প্রসবকালীন দুধ (Colostrum) না খাওয়ানো, বাছুরকে অত্যধিক ঠাসাঠাসি অবস্থায়, ঠান্ডা, আর্দ্র অথবা গরম আবহাওয়ায় রাখার।
- বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণসমূহঃ মল সাদা পানির মত হয় তবে মাঝে মাঝে রক্ত কিংবা মিউকাস থাকতে পারে।

চিকিৎসাঃ

- ✓ ট্রাইমেথোপ্রিম সালফোনেমাইড, অ্যাম্পিসিলিন কিংবা টেট্রাসাইক্লিন জাতীয় ঔষধ ৩-৫ দিন খাওয়াতে হবে।
- ✓ Astringent Mixture খাওয়াতে হবে।
- ✓ আইসোটনিক সলুশন শিরায় ইনজেকশন দিতে হবে।
- ✓ স্বাভাবিকভাবে দুধ খাওয়াতে হবে এবং প্রয়োজনে মুখে ডেক্সট্রোজ স্যালাইন খাওয়াতে হবে।
- ✓ খুব দুর্বল হলে ভিটামিন মিনারেল ইনজেকশন দিতে হবে।

প্রতিরোধঃ

- ❑ সদ্যজাত বাছুরকে জন্মের ৩ ঘন্টার মধ্যে কলাম (Colostrum) খাওয়াতে হবে।
- ❑ স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাছুরকে রাখতে হবে।

ধন্যবাদ